দুর্গেশনন্দিনীর পটভূমি

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের অধিকাংশ রচনায় হুগলী জেলারনানা স্থানের ছাপ আছে।

অন্যান্য উপন্যাসের ন্যায় দুর্গেশনন্দিনীর পটভূমি যেহুগলী জেলায় সে বিষয়ে কোনোই ভুল নাই। বঙ্কিমচন্দ্র যখন হুগলী জেলার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন তখন তিনি জেলারবিভিন্ন স্থানের ইতিবৃত্ত ও প্রবাদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই সংগৃহীত ইতিবৃত্তের উপর কল্পনার তুলি বুলাইয়া তিনি সৃষ্টিকরিয়া গিয়াছেন সাহিত্য ভাণ্ডারের অমূল্য রত্ন।

আরামবাগ মহকুমার অন্তর্গত বর্তমান গড় মান্দারণ গ্রামই (গোঘাট থানাহইতে তিনমাইল দূরে) দুর্গেশনন্দিনীর গড়মান্দারণ। জায়গীরদার রাজা বীরেন্দ্র সিংহের দুর্গ "আমোদর" নদীর এক বাঁকে অবস্থিত ছিল, গড় মান্দারণে যাইতে হইলেচাঁপাডাঙ্গা (মার্টিন কোং রেল স্টেশন) হইতে মোটর কিংবাবর্ধমানহইতে মোটরে যাইতে পারা যায়।

গড় মান্দারণের অবস্থিতি সত্যই সামরিক গুরুত্বপূর্ণ।পূর্বে উড়িষ্যা যাইতে হইলে এই পথে যাইতে হইত। বর্তমানেগড় মান্দারণ বর্ধমান হইতে মাত্র পাঁচটি মাঠের ব্যবধান, বাঁকুড়াজেলার সীমারেখা হইতে প্রায় ৫ মাইল এবং মেদিনীপুর জেলাহইতে প্রায় ৫ মাইল দূর। অধিকাংশ পথ কাঁচা—বর্ষাকালে পথঘাট বিপদজ্জনক; লোকচলাচল প্রায় বন্ধ। পৌষমাস ভ্রমণকারীদের পক্ষে উপযুক্ত সময়। বীরেন্দ্র সিংহের দুর্গেরভগ্নাবশেষ এখনো আছে—অবশ্য না থাকার সমান। এক্ষণে ভারত সরকারের প্রত্নতত্ত্ব ও রক্ষণ আইনের এলাকাভুক্ত স্থান।দুর্গ হইতে অল্প দূরে শৈলেশ্বরের মন্দির। এই স্থানে রাজামান সিংহের পুত্র জগৎ সিংহ বীরেন্দ্র সিংহের কন্যার সহিতহঠাৎ জলঝড়ের একরাত্রে মিলিত হইয়াছিলেন। শৈলেশ্বরের মন্দিরের চিহ্ন নাই। অর্থের লোভে গ্রামবাসীরা মন্দিরটি খননকরিয়াছিল। বর্তমানে তালপাতার ঘরে শিবলিঙ্গটি আছে অতি অনাদরে—গ্রামে হিন্দুর সংখ্যা খুব কম। তবে হিন্দুস্বল্প হইলেওএখানে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে শান্তি বিরাজিত। পূজারী ব্রাহ্মণ দূর গ্রাম হইতে অসিয়া পূজা করিয়া যায়। এ গ্রামটিকে দেখিলেমনে হয় যে বাহিরের দুষ্টজনের শত চেষ্টায়ও বাংলার শান্তির নীড়গুলি ভগ্ন হয় নাই। ইহাই বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনীর পটভূমি।

সাঁওতাল পরগণার ইতিবৃত্তের পাতা ওলটাইতে ওলটাইতে দেখিতে পাইলাম মানগড় হইতে বিরণকিতা-বিমলীগড় প্রায় ৫ক্রোশ দূর। বিরণকিতা বীরেন্দ্র সিংহের বাসস্থান এবং উহারনিকটবর্তী গড়ের নাম বিমলীগড়। সুধীগণ অনুমান করেন বীরেন্দ্র সিংহের পরিণীতা স্ত্রী বিমলার নামানুসারে এ দুর্গটির নামকরণ হইয়াছে। বিমলীগড় ও বিরণকিতা হইতে অর্ধ মাইল দূরে "মৌজাযার্পায়" একটি পুরাতন শিবলিঙ্গ এখন বর্তমান আছে এবং জনপ্রবাদ, এই স্থানে যুবরাজ জগৎ সিংহের সহিতদুর্গেশনন্দিনীর সাক্ষাৎ হইয়াছিল।

বিমলীগড়-বিরণকিতার অবস্থান তেলিয়াগুড়ি গিরিপথ হইতে ৬-৭ ক্রোশ দূরে। বিমলীগড় বিরণকিতা এবং তেলিয়াগুড়ি গিরিপথ হইতে ৭ মাইল দূরে লুপের সাহেবগঞ্জস্টেশন অবস্থিত। তেলিয়াগুড়ির গিরিপথ পূর্বে বঙ্গের প্রবেশদ্বার ছিল এবং তেলিয়াগুড়ির পর্বতমালার পার্শ্বেই বঙ্গেরমোঘল রাজধানী 'রাজমহল'। [See page পার্বত্য কাহিনী ১৩১৪ সন] একই ঘটনা কি করিয়া বাংলা এবং বিহারে ঘটিল ভাবিবার বিষয়।

আশা করি বাংলার সুধিবৃন্দ এ বিষয়ের অনুসন্ধানকরিবেন।

[পাটনা মহিলা কলেজ-এর অধ্যাপিকা ড. মীনা সেন এইলেখাটি ১৯৭৩খ্রিঃ-এর ২৮শে অক্টোবর সংগ্রহ করে চণ্ডীদাসচট্টোপাধ্যায়কে পাঠান। রচনাটি প্রকাশিত হয়েছিল মণিসমাদ্দার সম্পাদিত ও পাটনা থেকে প্রকাশিত ‘প্রভাতী’ মাসিকপত্রে। (নির্বাহী সম্পাদক)]।